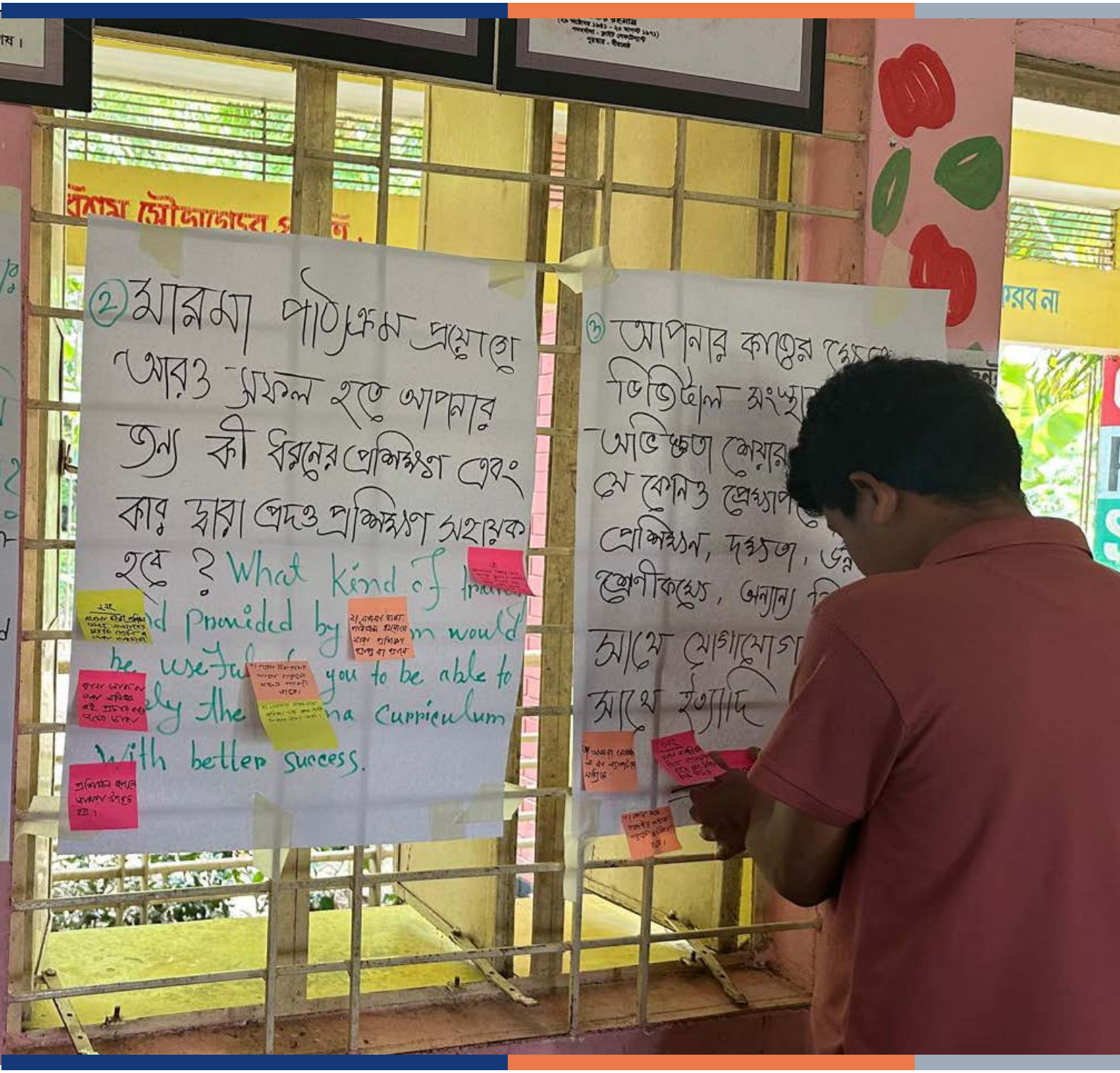

মাতৃভাষায় কার্যকর শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাপ্রযুক্তির সম্ভাবনা

ভাষাগত বৈষম্য মারমা শিশুদের শিক্ষাগ্রহণকে প্রভাবিত করে। সুচারুভাবে তৈরি করা শিক্ষাপ্রযুক্তি এই সমাধানের একটি অংশ হতে পারে।

অক্টোবর ২০২৪

CLEAR Global

সারাংশ : আপনার যা জানা প্রয়োজন

প্রায় ৩০০,০০০ জনসংখ্যা নিয়ে মারমা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তবে অনেক মারমা ব্যক্তিকে তাঁদের মাতৃভাষায় লেখাপড়া শিখতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং মারমা শিক্ষকরা মারমা ভাষা পড়া ও লেখা শেখাতে সংগ্রাম করেন। বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যার উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মারমা ও অন্যান্য আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং বিতরণ। তবে নীতিমালা সংক্রান্ত সমস্যা, রিসোর্সের অভাব, বৈষম্যের ধারাবাহিকতা এবং শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে মারমা সম্প্রদায়ে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান এখনও বাস্তব রূপ পায়নি। দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, দারিদ্র্যের হার, স্কুল থেকে উচ্চ হারে ঝরে পড়ার মতো ক্রমবর্ধমান শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং ফলশ্রুতিতে কর্মসংস্থানের সুযোগের নিম্ন হার এটিকে আরও কঠিন করে তোলে।

এই গবেষণাটি মারমা শিক্ষকদের জন্য চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের খাগড়াছড়ি জেলায় মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান বাস্তবায়নে সমস্যা এবং সম্ভাব্য সমাধানগুলো অনুসন্ধান করেছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে ভাষাপ্রযুক্তি মারমা জনগোষ্ঠীর শিশুদের শ্রেণীকক্ষে আনতে এবং শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে সেগুলো বুঝতে চেষ্টা করা।

আমরা শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের বহুভাষিক এবং একভাষিক সরকারি স্কুলে কাজ করা মারমা শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছি। আমরা অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকেও শুনেছি যেমন শিক্ষা কর্মকর্তা, বেসরকারি সংস্থার বিশেষজ্ঞ এবং জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মারমা ভাষার বইয়ের লেখকগণ।

মারমা জনগোষ্ঠীতে সাক্ষরতার হার কম হওয়াই কার্যকরভাবে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদানের প্রধান বাধা। মারমা মূলত একটি মৌখিক ভাষা। এর একটি লিখিত রূপ রয়েছে, তবে এটির নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই কিংবা এটি ব্যাপকভাবে পরিচিত নয়। বেশিরভাগ মারমা ব্যক্তি ভাষা লিখতে বা পড়তে পারেন না, এমনকি যেসকল শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে এই ভাষায় কথা বলেন, তাঁরাও নন। যদিও মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান সহজ করার জন্য উপকরণ রয়েছে (যেমন মারমা ভাষার বই), বেশিরভাগ শিক্ষক এগুলো ব্যবহার করতে পারেন না।

মারমা শিক্ষার্থীরা স্কুলে পিছিয়ে পড়ে। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান নীতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রথম ভাষার ব্যবহার প্রচার করে। তবে বাস্তবে, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ প্রায়ই বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দেন কারণ বাংলায় দক্ষতা যথেষ্ট অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে। মারমা ও অন্যান্য আদিবাসী শিশুরা শিক্ষাগত ফলাফলের দিক দিয়ে জাতীয় গড়ের চেয়ে পিছিয়ে আছে এবং তাদের ঝরে পড়ার হার বেশি।

মারমা ভাষায় শিক্ষাদান এবং সাধারণভাবে শিক্ষাপ্রযুক্তি সমর্থনের জন্য উদ্যোগগুলো প্রত্যাশিত প্রভাব রাখেনি। খাগড়াছড়ি জেলায় অধিকাংশ শিক্ষক সরকার পরিচালিত ডিজিটাল পোর্টাল যেমন মুক্তপাঠ ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে জানেন তবে এগুলো ব্যবহার করেন না অথবা মারমা ভাষায় ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে জানেন না। কিছু শিক্ষক মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান সরকারি নীতিমালার প্রশংসা করেন, তবে এই নীতিমালা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা সাক্ষরতার অভাবের মতো অন্যান্য বাধাগুলো মোকাবিলা করতে পারে না। মারমা ভাষা সমর্থনের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাসের মতো জনগোষ্ঠীভিত্তিক উদ্যোগ মূল্যবান হলেও এগুলো কার্যকরী করতে আরও রিসোর্স প্রয়োজন।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে প্রযুক্তির অভিজ্ঞতা ও প্রাপ্যতা ব্যাপকভাবে ভিন্ন হওয়ায় মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার জন্য "সর্বজনীন" সমাধান কার্যকর নয়। অনেক মারমা শিক্ষককে ল্যাপটপের মতো মৌলিক ডিভাইস পেতে সংগ্রাম করতে হয় এবং তাঁরা নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ পান না। শহরাঞ্চলের কিছু স্কুলে ল্যাপটপ ও প্রজেক্টর রয়েছে, তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট প্রায়ই এগুলোর ব্যবহার বাধাগ্রস্ত করে। গ্রামীণ এলাকার স্কুলগুলোতে সাধারণত নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার বা বিদ্যুৎ সংযোগ থাকে না। কম্পিউটারভিত্তিক সরঞ্জামের চেয়ে মোবাইল ফোনভিত্তিক শিক্ষা সরঞ্জাম অনেক বেশি বাস্তবিক ও সহজপ্রাপ্য হতে পারে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা উন্নত করার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এর জন্য দরকার যথাযথ সহায়তা, প্রশিক্ষণ, রিসোর্স এবং পরিকাঠামো। মারমা শিক্ষকরা মারমা ভাষার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন, তবে তাঁরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন যা শিক্ষাপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানকে কম কার্যকর করে তোলে। শিক্ষকদের তথ্যপ্রযুক্তি এবং মারমা ভাষায় আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। পাঠ্যক্রমে সময় স্বল্পতার মতো মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা বাস্তবায়নের বাস্তব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাঁদের স্কুল প্রশাসন এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহায়তাও প্রয়োজন।

‘আদিবাসী’ এবং ‘জাতিগত সংখ্যালঘু’ পরিভাষাদ্বয় ব্যবহারের বিষয়ে উল্লেখ্য : ইউনেস্কো বলে যে “আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত এমন কোনো সংজ্ঞা নেই যা আদিবাসী জনগণ বা জাতিগত সংখ্যালঘুদের সংজ্ঞায়িত করে।” এই প্রতিবেদনে ‘আদিবাসী’ শব্দটি মারমা সম্প্রদায়ের মতো জনগোষ্ঠীগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, যারা জাতীয় প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু অংশে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং যেখানে তাঁরা শত শত বছর ধরে বাস করে আসছেন। আমরা মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে এটি ‘সংখ্যালঘু’ শব্দের চাইতে আরও সঠিক বর্ণনা। আমরা বিশ্বাস করি, অন্যান্য সম্প্রদায় যারা এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছে, তাদের সাথে ঐতিহাসিক ও চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এটি আরও পরিষ্কার।

ভাষা-ভিত্তিক দূরত্ব মারমা জনগোষ্ঠীর মানুষদের শিক্ষা ও ভাষার ব্যবহার প্রভাবিত করে

বাংলাদেশে মারমা সহ অন্যান্য আদিবাসী ও সংখ্যালঘুরা ভাষাগত ও নানা ধরনের বৈষম্যের সম্মুখীন হন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যে ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন, সেগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারার মাধ্যমে নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্টরা এমন উদ্যোগ নিতে পারেন, যা মারমা শিশুদের স্কুলজীবনের শুরুর সময়কে সহজ ও সহায়ক করে তোলে।

সাক্ষাৎকার দেওয়া সকল শিক্ষকই ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাকে মারমা শিক্ষার্থীদের স্কুলজীবনের শুরুতে প্রধান সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রিসোর্স এবং শিক্ষকদের ভাষা প্রশিক্ষণের মতো সহায়তা নেই। এর ফলে, মারমা ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান জানিয়ে এবং অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের একটি পূর্ণাঙ্গ শেখার অভিজ্ঞতা দেওয়া শিক্ষকদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। ভাষাগত সহায়তা না থাকার কারণেও মারমা শিক্ষার্থীদের ফলাফল খারাপ হয়।

মারমা জনগোষ্ঠীর ভাষার ব্যবহার

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দারা কমপক্ষে ১৪টি ভাষায় কথা বলেন। মূলত রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার প্রায় ৩০০,০০০ মানুষ তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে মারমা ভাষা ব্যবহার করেন। তেরোটি মারমা গোত্রে ১৩টি আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত, তবে বিভিন্ন অঞ্চলের বক্তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একে অপরকে বুঝতে পারেন যদিও ভাষাগুলোর কোনো প্রমিত রীতি নেই। উচ্চারণ, লেখা এবং বানানের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে, যা মারমা ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ বৃদ্ধি করে। মারমা জনগোষ্ঠীর একটি অজানা অংশ শুধুমাত্র একটি ভাষায় কথা বলেন, এর মধ্যে কিছু পুরানো এবং গ্রামীণ অঞ্চলের সদস্য আছেন।

মারমা জনগোষ্ঠীর মানুষ সাধারণত বাড়িতে এবং অন্য মারমাভাষী ব্যক্তিদের সাথে মারমা ভাষায় কথা বলেন, তবে কোনো শব্দের মারমা ভালোভাবে জানা না থাকলে তাঁরা কিছু বাংলা ও ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করেন।

বান্দরবানের মতো মারমা অধ্যুষিত অঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প সংখ্যক ভিন্নভাষীরাও মারমা ভাষায় কথা বলতে পারেন। তেমনি, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী অনেক মারমা ব্যক্তি চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষা জানেন এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে যোগাযোগ করার সময় সেসব ভাষার শব্দ ব্যবহার করেন।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, শহর ও নগরে বসবাসকারী মারমা সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ সদস্য বাংলা বুঝতে ও বলতে পারেন, কিন্তু তবে তুলনামূলকভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী যেসকল মারমা ব্যক্তিদের বাংলায় কথা বলার অভ্যাস নেই, তাঁদের জন্য এটি ব্যবহার করা বেশ কঠিন। গ্রামীণ অঞ্চলে শিক্ষা সহজলভ্য না হওয়ার কারণে যোগাযোগের এই বাধা আরও বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলে বসবাসরত যেসকল মারমা ব্যক্তি বাংলাদেশী স্কুলের পরিবর্তে বিহারে (মন্দির) পড়ালেখা করেছেন, তাঁদের পক্ষে বাংলা ভাষায় কার্যকরভাবে যোগাযোগ করা কঠিন হতে পারে। ভিক্ষু(বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু) যারা মিয়ানমারে পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা শুধুমাত্র মারমা ভাষায় কথা বলেন; জনগণের সাথে তাঁদের জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার কার্যকারিতা অন্যদের মারমা ভাষার দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল।

জনগোষ্ঠীর মৌখিক তথ্য সাধারণত মারমা ভাষায় এবং লিখিত তথ্য বাংলা ভাষায় জানানো হয়। এটি সম্প্রদায়ের পড়ালেখা জানা সদস্যদের পছন্দের সাথে মিলে। তবে অনেক অংশগ্রহণকারী বলেছেন, মারমা ভাষা পড়তে জানলে তাঁরা লিখিত তথ্যও মারমা ভাষায় পেতে পছন্দ করতেন। একভাষী ও দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী মারমা ভাষাভাষীরা জরুরি আবহাওয়ার সতর্কবার্তার মতো সরকারি তথ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থাকেন, যদি না কেউ সেখানে গিয়ে তা অনুবাদ করে শোনান।

মারমা ব্যক্তিরা সাধারণভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অভ্যন্তরে ভাষাভিত্তিক সামাজিক বিদ্রুপের শিকার হন না। তবে একজন সাক্ষাৎকারদাতা উল্লেখ করেছেন, কিছু মানুষ গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে ঠাট্টা করেন কিংবা শহরে পণ্য বিক্রি করতে আসা মারমাভাষী ব্যক্তিদের বাংলা ভাষায় সীমিত জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে তাঁদেরকে ঠকান। আরেকজন সাক্ষাৎকারদাতা বলেছেন, মারমা জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাইরে ভাষার কারণে বৈষম্যের শিকার হন, যেমন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার সময়।

বাংলা ভাষা অনেক বেশি অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি করে, যা মারমাভাষী ব্যক্তিদের মাতৃভাষার ব্যবহার এবং শেখাকে প্রভাবিত করে।

১৯৭১ সাল থেকে বাংলাদেশের সরকারি ভাষা বাংলা। সব বাংলাদেশী নাগরিকদের বাংলা শেখা প্রয়োজন। এটি কিছু জাতিগত গোষ্ঠীর জন্য সমস্যা সৃষ্টি করেছে, কারণ কিছু শিশু স্কুলে বাংলাভিত্তিক পাঠ্যক্রমের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, আবার অনেকে মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন না করে বাংলা শেখায় মনোযোগ দেয়। (দে এবং প্রমুখ ১৫/১১/২০২৩)। ভাষার এই বাধা শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম বুঝতে পারা ও শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে, যার ফলে শিক্ষার মান ও সাক্ষরতার হার কমে যায়।

মারমা জনগোষ্ঠী শিক্ষার গুরুত্ব বোঝে এবং এটিকে অগ্রাধিকার দেয়, যার ফলে আর্থিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সন্তানদের স্কুলে পাঠায়। তবে, চাকরির ক্ষেত্রে সাধারণত বাংলা ও ইংরেজি দক্ষতা যাচাই হয়, তাই অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের শিক্ষায় মারমার চেয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষাকে অগ্রাধিকার দেন। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে শিশু ও তরুণদের মারমা ভাষায় কথা বলা কেবলমাত্র স্বজাতি ও তাঁদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

মারমা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা মারমা ভাষায় পড়া ও লেখা শেখার জন্য প্রধানত বিহারের উপর নির্ভর করে আসছেন। যেসকল একভাষী স্কুলে মারমাভাষী শিক্ষার্থী বেশি, সেসব স্কুলে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে মারমা ভাষা ব্যবহৃত হয়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাংলা বা ইংরেজি ভাষা শেখানো সহজ করতে মারমা ভাষায় কথা বলেন, তবে অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষাসামগ্রী এখনও বাংলায় রয়েছে। অল্প কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকরা মারমা ভাষার পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে পড়ানোর চেষ্টা করেন, তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি শিক্ষক নিজে মারমা ভাষায় পড়তে বা লিখতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে মারমা ভাষা শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ ও কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে। এসব উদ্যোগ ঐচ্ছিক ক্লাস, প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের মারমা ভাষা শিখতে উৎসাহিত করে। মারমা ভাষা শেখার জন্য কিছু সীমিত ডিজিটাল উদ্যোগ রয়েছে, তবে এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বা পরিচিত নয়। মারমা ভাষাভাষী যারা দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করেন বা যাদের কাছে ইন্টারনেট বা মোবাইল প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়, তাদের জন্য এগুলো পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

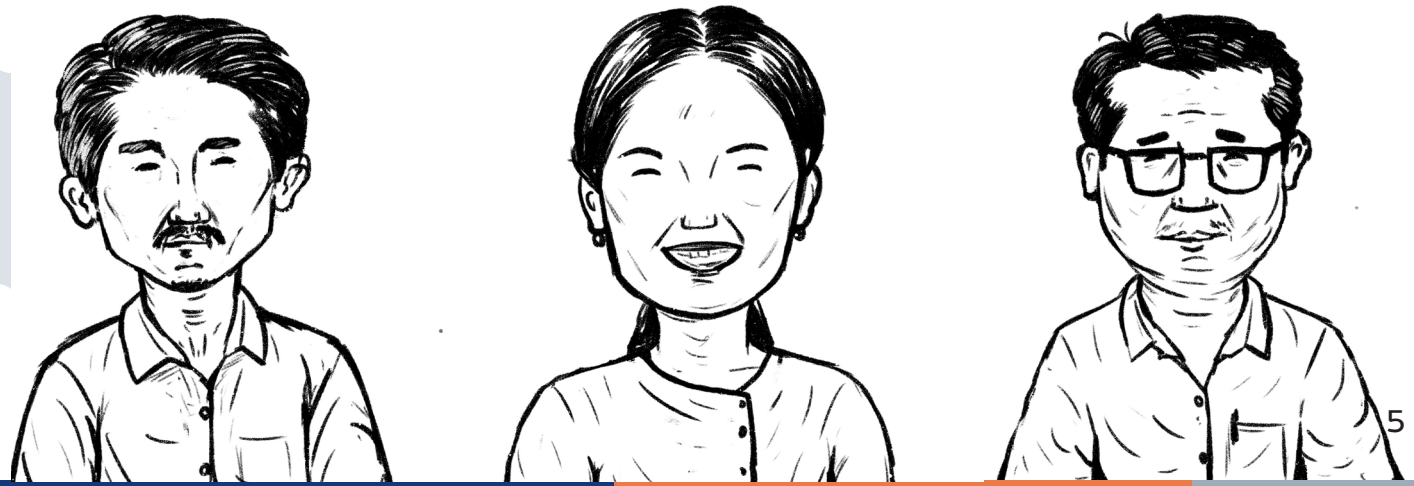

স্বল্প সাক্ষরতা ও ভাষার প্রমিত রীতি ঠিক না হওয়ার কারণে শেখা ও শেখানোর ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়

মারমা মূলত মৌখিক ভাষা; এটির প্রমিত রীতি দাঁড় করানো হয়নি এবং অধিকাংশ মারমাভাষী এই ভাষা পড়তে বা লিখতে পারেন না। এটি সাক্ষরতা বাড়ানো এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে ভাষা সংরক্ষণে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা মারমা ভাষায় স্বল্প সাক্ষরতা এবং অসাবলীলতার বিভিন্ন কারণ তুলে ধরেছেন, যার মধ্যে রয়েছে :

> "একটি ভিত্তি হিসাবে নিজেদের ভাষা শেখা মারমা শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মারমা ভাষায় দক্ষ হলে তারা আরও ভালোভাবে বাংলা শিখতে পারবে। মারমা শিক্ষার্থীদের অবশ্যই বাংলা শেখা দরকার, তবে তাদের শিক্ষাগ্রহণ শুরু হওয়া উচিত নিজেদের ভাষায় শক্ত ভিত্তির মাধ্যমে, যাতে করে তাদের সামগ্রিক শিক্ষাগত সাফল্য নিশ্চিত হয়।"
>
> — নারী সহকারী শিক্ষক (৪৬–৫৫), বহুভাষাভিত্তিক স্কুল (খাগড়াছড়ি সদর / মূল শহর এলাকা)

- একসময় প্রায় সব মারমা বিহারে পড়াশোনা করতেন, যেখানে তারা মারমা ভাষায় শিক্ষিত হতে পারতেন। সরকারিভাবে বাংলায় শিক্ষাগ্রহণ আরও সহজলভ্য ও অত্যাবশ্যক হওয়ার কারণে এটি এখন কম দেখা যায়।
- পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য মারমা ভাষার বদলে বাংলা শিখতে উৎসাহিত করে।
- শিশুরা প্রায়ই মারমা শেখার সময় পায় না কারণ অনেকেই স্কুলের পর অতিরিক্ত পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকে, যা বাংলাদেশে একটি সাধারণ চিত্র।
- মারমা তরুণরা সাধারণত মারমা পড়তে শেখার প্রতি আগ্রহী নন।

তবে আমরা যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা সবাই মারমা ভাষা শেখার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। সাংস্কৃতিক পরিচয়, জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব এবং বাংলার শেখার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন হিসাবে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা মাতৃভাষা শেখার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

মারমা ভাষা এখনও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনা হয়নি। কিছু মারমাভাষী যারা মারমা ভাষা লিখতে ও পড়তে জানেন, তাঁরা বার্মিজ ভাষার কী-বোর্ড ব্যবহার করে মারমা ভাষা টাইপ করতে পারেন কারণ দুটি ভাষার লিপি অনেকটা একই। তবে এটি খুবই কম, এবং অনেকেই বাংলায় বা ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে ডিজিটাল জগতের সাথে যুক্ত থাকেন, কারণ এই ভাষাগুলোর রিসোর্স সহজলভ্য এবং অন্যদের সাথে যোগাযোগ সহজ হয়। মারমা ভাষার একটি মানসম্পন্ন লিখিত রূপ তৈরি করা মারমা ভাষায় প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

বাংলা ভাষাসহ মারমা জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামগ্রিক নিম্ন সাক্ষরতার হার এই চ্যালেঞ্জগুলোকে আরও কঠিন করে তোলে। বান্দরবানে সাক্ষরতার হার ৬৩%, এবং খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ৭১%। শহরাঞ্চলে নারীদের সাক্ষরতার হার পুরুষের কাছাকাছি হলেও শহরের বাইরে বা দুর্গম অঞ্চলে এটি উল্লেখযোগ্য হারে কম।

শিক্ষায় ভাষাভিত্তিক দূরত্ব দূর করার জন্য একটি বহুপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন

শিক্ষা খাতে ভাষাভিত্তিক দূরত্ব কাটিয়ে ওঠার অর্থ কেবল ভাষাশিক্ষার ক্লাস নেওয়া নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূখণ্ড অমসৃণ, আর সড়কগুলোর অবস্থাও বেশিরভাগ সময় খারাপ থাকে। স্কুলে যাওয়ার জন্য অনেক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদেরকে লম্বা পথ পাড়ি দিতে হয়। কখনও কখনও তাদের যাত্রা বিপজ্জনকও হয়ে থাকে। বর্ষাকালে পাহাড়ি রাস্তাগুলো বিপজ্জনক হয়ে পড়লে স্কুলে উপস্থিতি অনেকখানি কমে যায়। এটি ভর্তি, উপস্থিতি এবং যোগ্য শিক্ষক পাওয়ার ওপরও প্রভাব ফেলে। গ্রামীণ ও দূরবর্তী অঞ্চলের অনেক স্কুলে যথাযথ শ্রেণীকক্ষ, স্যানিটেশন এবং শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষার উপকরণের মতো মৌলিক সুবিধার অভাব রয়েছে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর প্রভাব ফেলা পদ্ধতিগত সমস্যাগুলো বুঝতে পারলে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, শিক্ষাপ্রযুক্তি ও কনটেন্ট নির্মাতাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্যরা অর্থবহ এবং টেকসই সমাধান তৈরি করতে পারবেন। মারমা ভাষা শিক্ষাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করতে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

শিক্ষকরা এমন কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন যা মারমা তাঁদের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষায় শেখানোকে কঠিন করে তোলে :

- মারমা পাঠ্যক্রমটি খুবই সাম্প্রতিক, তাই বর্তমান সব মারমা শিক্ষকই বাংলায় শিক্ষিত। তাঁরা মারমা ভাষায় কথা বলতে পারলেও খুব কম সংখ্যকই এই ভাষা পড়তে বা লিখতে পারেন, যা শিক্ষার্থীদেরকে ভাষা শেখানোর কাজ কঠিন করে তোলে।

- এমন পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নেই যারা মারমা ভাষায় দক্ষ। অনেক স্কুল মারমা এবং অন্যান্য আদিবাসী ভাষায় শিক্ষার উপকরণ পেয়েছে, তবে সেখানে খুব কম শিক্ষক আছেন যারা এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

- মাতৃভাষা বাংলা নয় এমন শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষাশিক্ষার ক্লাস যুক্ত করতে ক্লাসের সময়সূচি এখনও উপযোগী করে সাজানো হয়নি।

- মারমা ভাষায় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সেশন অপর্যাপ্ত, অনিয়মিত, এবং সকল মারমা শিক্ষক সেগুলোতে যোগ দিতে পারেন না। তবে শিক্ষকরা জানিয়েছেন যে তাঁরা বিভিন্ন মাত্রার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

- কিছু বহুভাষিক স্কুলে মারমা শিক্ষক নেই। অন্যদিকে, মারমা শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের পড়াতে হয়, তাই তাঁরা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় পাঠদান করতে বাধ্য হন।

- পড়ালেখা শেষ করার পর সফল হতে ইংরেজি ও বাংলা ভাষাকে এখনও সেরা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

- কিছু অংশগ্রহণকারী জানিয়েছেন যে শিক্ষকতার পদ পেতে ঘুষ দিতে হয়, যার ফলে যোগ্য প্রার্থীদের পরিবর্তে ঘুষ প্রদানকারী ব্যক্তিরা শিক্ষার্থীদের পাঠদানের দায়িত্ব পান।

শিক্ষকরা অনুভব করেন যে শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য তাঁদের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেই

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু স্কুল বহুভাষিক, যেখানে এক শ্রেণিতে একাধিক ভাষায় কথা বলা শিশু রয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলায় সবচেয়ে প্রচলিত ভাষাগুলো হলো মারমা, চাকমা, ত্রিপুরা এবং বাংলা। অধিকাংশ বহুভাষিক স্কুলে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর শিক্ষকের প্রতিনিধিত্ব নেই, তাই তাঁরা বাংলা ব্যবহার করে যোগাযোগ করেন। প্রাক-প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ করতে সমস্যা হয়, কারণ স্কুল শুরু করার আগে শিক্ষার্থীদের বাংলা শেখার সুযোগ হয় না। কখনও কখনও শিক্ষকরা বড় শিক্ষার্থীদেরকে ছোটো শিক্ষার্থীদেরকে অনুবাদে সাহায্য করতে বলেন। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের বাংলা দক্ষতার উন্নতি হওয়ার কারণে পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে তাদের সাথে যোগাযোগ করা আরও সহজ হয়ে ওঠে। অন্যান্য স্কুলগুলো একভাষিক : শিক্ষার্থীরা সাধারণত এক ভাষায় কথা বলে, তাই পাঠদানের জন্য শিক্ষকরা সহজেই ওই ভাষা ব্যবহার করতে পারেন। তবে এই স্কুলগুলো সাধারণত গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং সেগুলো অবকাঠামো ও সংস্থানের অভাব থাকে, যা পাঠদানের মানে প্রভাব ফেলে।

মারমা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা মারমা ভাষায় পড়া ও লেখা শেখার জন্য প্রধানত বিহারের উপর নির্ভর করে আসছেন। যেসকল একভাষী স্কুলে মারমাভাষী শিক্ষার্থী বেশি, সেসব স্কুলে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে মারমা ভাষা ব্যবহৃত হয়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাংলা বা ইংরেজি ভাষা শেখানো সহজ করতে মারমা ভাষায় কথা বলেন, তবে অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষাসামগ্রী এখনও বাংলায় রয়েছে। অল্প কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকরা মারমা ভাষার পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে পড়ানোর চেষ্টা করেন, তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি শিক্ষক নিজে মারমা ভাষায় পড়তে বা লিখতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে মারমা ভাষা শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ ও কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে। এসব উদ্যোগ ঐচ্ছিক ক্লাস, প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের মারমা ভাষা শিখতে উৎসাহিত করে। মারমা ভাষা শেখার জন্য কিছু সীমিত ডিজিটাল উদ্যোগ রয়েছে, তবে এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বা পরিচিত নয়। মারমা ভাষাভাষী যারা দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করেন বা যাদের কাছে ইন্টারনেট বা মোবাইল প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়, তাদের জন্য এগুলো পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

যেসকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় শিক্ষার্থী আছে, সেখানে শুধুমাত্র মারমা শিক্ষার্থীদের জন্য মারমা ভাষার ক্লাস নিতে শিক্ষকদের সমস্যা হয়। কিছু স্কুলে মূলত মারমা শিক্ষার্থী থাকলেও মারমা শিক্ষক নেই, আবার কিছু স্কুলে মারমা শিক্ষক থাকলেও মারমা শিক্ষার্থী নেই। সাক্ষাৎকার দেওয়া শিক্ষকরা বলেছেন, স্কুলগুলোতে প্রায়ই এমন পর্যাপ্ত স্থান বা শ্রেণীকক্ষ থাকে না, যেখানে আলাদাভাবে মারমা ভাষার ক্লাস নেওয়া যেতে পারে। ভাষার ক্লাসের জন্য একটি নির্দিষ্ট ঘণ্টা বরাদ্দ রাখা এসব পরিস্থিতিতে সময়ের চাপ কিছুটা কমাতে সহায়ক হতে পারে। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের ভাষা আলাদাভাবে পড়তে পারবে এবং পরে আবার একত্রে ক্লাস করতে পারবে।

মারমা এবং মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্তমান রিসোর্সগুলো অনেক সম্ভাবনাময়, তবে এর অনেকগুলোই ব্যবহার হয় না অথবা ব্যাপকভাবে পরিচিত নয়

আমরা মারমা ভাষার প্রচারে কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় উদ্যোগ সম্পর্কে শুনেছি। তবে বাস্তবিক চ্যালেঞ্জ এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অসেচতনতার কারণে এই প্রচেষ্টাগুলোর সফল বা টেকসই হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড মারমা, চাকমা, এবং ত্রিপুরা ভাষায় (প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী) মারমা, বাংলা, ইংরেজি এবং গণিত বিষয়ের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা শুরু করে। যে স্কুলগুলোতে মারমা শিক্ষার্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলো এসব বই পেয়েছে; কিন্তু যেখানে মারমা শিক্ষার্থী কম, সেখানে এগুলো দেওয়া হয়নি।

অংশগ্রহণকারীরা ব্র্যাক, জাবরাং, কারিতাস, সেভ দ্য চিলড্রেন, এবং বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন বেসরকারি ও জাতিভিত্তিক সংগঠনের মারমা ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ বর্ণনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বই, স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষা, ভাষা ক্লাস, সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ কোর্স, এবং মারমা শিক্ষক নিয়োগের জন্য অর্থায়ন। তবে, কিছু ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলো কয়েক মাসের জন্য চলমান ছিল। আমরা উদ্যোগগুলোর মধ্যে কোনো ধরনের সহযোগিতা বা সমন্বয়ের বিষয়ে শুনিনি।

মারমা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ভিক্ষুরাও মারমা ভাষার উপকরণ তৈরি করেন, এবং কিছু শিক্ষক তাদের এলাকায় মারমা শেখাতে ভিক্ষুদের স্বেচ্ছাসেবা দেওয়ার উদাহরণ দিয়েছেন। বিহারগুলোতে মারমা বর্ণমালা, ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ধর্মের ওপর বই রয়েছে। বান্দরবান জেলা পরিষদ, কিছু লাইব্রেরি এবং কিছু স্থানীয় এনজিও ও সিবিও অফিসেও মারমা ভাষার বই পাওয়া যায়। তবে, পড়তে না পারার কারণ অনেক মানুষ বইগুলো ব্যবহার করেন না।

ইদানিং কিছু মারমা লেখক উঠে আসছেন; আমরা শুনেছি যে মারমা পাঠকদের মধ্যে মিয়ানমারের বইপত্রের চেয়ে স্থানীয় লেখকদের বই পড়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে মারমা ভাষা ব্যবহারে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হন, তা জানিয়েছেন :

- মারমা ভাষার উপকরণগুলো পাঠ্যক্রমে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে, সে সম্পর্কিত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
- ক্লাসের সময়কাল খুবই কম।
- মারমা ভাষার ক্লাসের জন্য সময়সীমা বা নির্ধারিত শ্রেণীকক্ষ নেই।

“আমরা ভালো মানের বইও চাই; বইয়ের মুদ্রণ পরিষ্কার ও ভালো হলে শিক্ষার্থীরা শেখায় আরও আগ্রহী হয়। এ বছর বইয়ের মান সত্যিই খারাপ, যার ফলে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হচ্ছে না। আমরা মারমা বইগুলোর জন্য অডিওভিজুয়াল কনটেন্ট, উচ্চারণ, এবং অনুবাদ পেলে সেটি দারুণ হতো। এছাড়াও, শুধুমাত্র মারমা শিক্ষার্থীদের জন্য মারমা ভাষার পাঠদানের উপযোগী একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন।”

— পুরুষ প্রধান শিক্ষক (৪৬–৫৫), বহুভাষীক স্কুল, খাগড়াছড়ি সদর / মূল শহর এলাকা)

- অনেক উপকরণ লিখিত আকারে রয়েছে, যা মারমা ভাষা পড়তে না পারা অনেক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য সহজলভ্য নয়।
- যেমন ইউটিউব-এর মতো প্ল্যাটফর্মে থাকা সীমিত সংখ্যক অডিও ও ভিডিও উপকরণ ডাউনলোড করা যায় না, আবার যেসব এলাকায় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা দুর্বল, সেসব এলাকায় এগুলো ব্যবহার করা যায় না।
- কিছু শিক্ষক এসব উপকরণ সম্পর্কে জানেন না, কিংবা এগুলো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তাও জানেন না।
- মারমা ভাষায় মাতৃভাষায় কার্যকর শিক্ষাদান বাস্তবায়ন সম্পর্কে সহায়তা এবং দিকনির্দেশনা সীমিত।

সকল শিক্ষক মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবকে একটি সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস, স্থানীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং প্রথাগত নেতাদের উচিত অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যাতে মারমা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত করা যায়। একজন প্রধান শিক্ষক প্রস্তাব করেছেন, সরকারের উচিত হলো তহবিল বরাদ্দ করে যারা নিজ মাতৃভাষায় পড়তে ও লিখতে জানেন এমন অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিদের স্কুলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা, যাতে করে শিশু ও অভিভাবকদের উৎসাহিত করা যায়।

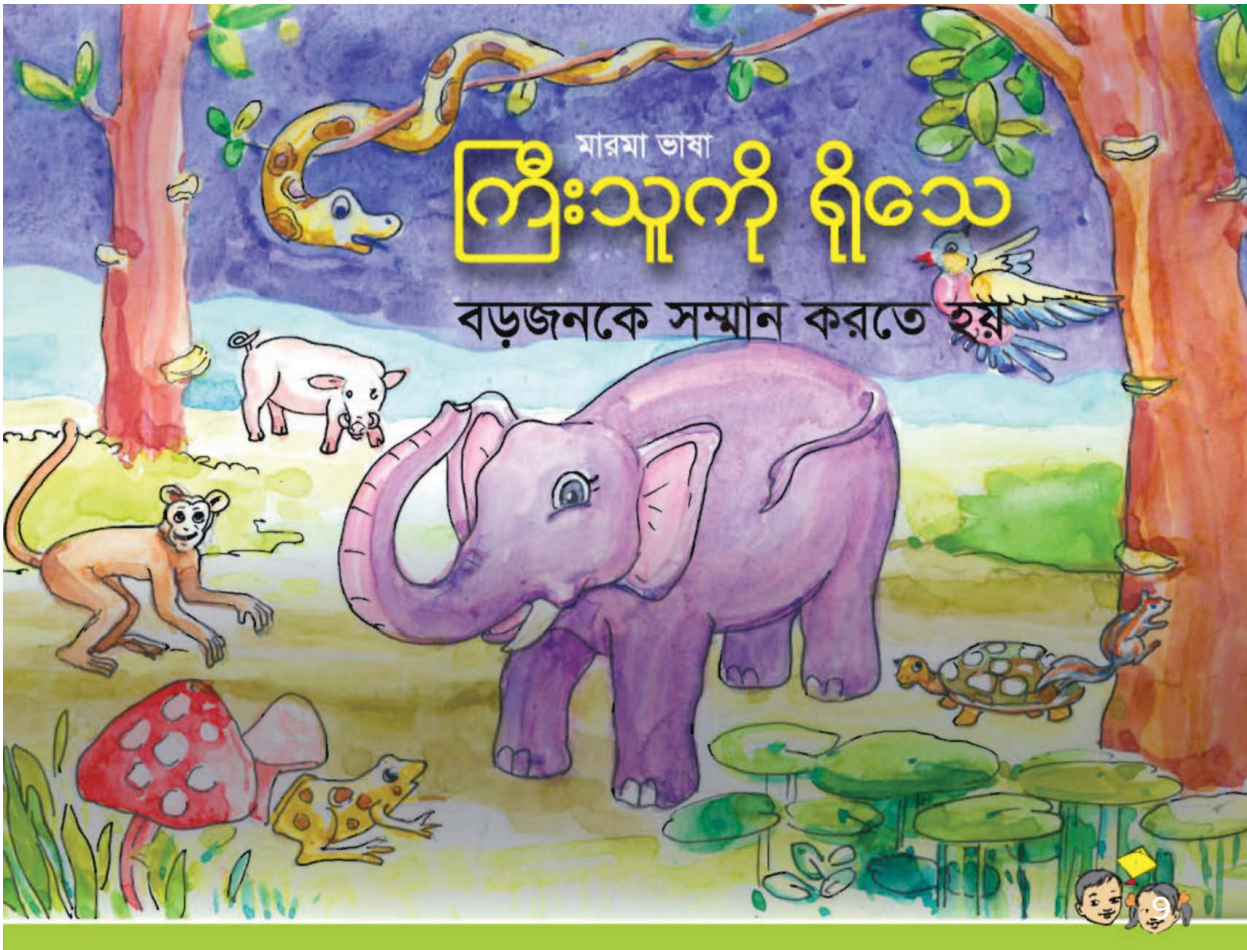

Image from National Curriculum and Textbook Board (NCTB) : Baro janka

সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্যোগগুলো সমাধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে

যোগাযোগ ও প্রযুক্তির সহজলভ্যতা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের একেক জায়গায় একেক রকম

সামগ্রিকভাবে, অংশগ্রহণকারীরা প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন এবং তারা উচ্ছ্বসিত যে ডিজিটাল সরঞ্জামগুলো তাদের শিক্ষাদানে মারমা ভাষা ব্যবহারে সহায়ক হতে পারে। তবে, শিক্ষাপ্রযুক্তি উন্নয়নকারীদের এসব প্রযুক্তি ডিজাইন ও নির্মাণের সময় গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সমস্যাগুলো মাথায় রাখতে হবে, যাতে এসব সমাধান সহজলভ্য এবং কার্যকর হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সব জেলায় মোবাইল ফোন ব্যবহারে একটি উল্লেখযোগ্য লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের গড় ৮২.৯৯%, যা নারীদের গড় ৫৬.৩৯%-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই বৈষম্য চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার চাইতে বড়, যা আদিবাসী নারীদের জন্য সম্ভাব্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা প্রতিফলিত করতে পারে। মোবাইল ফোন ব্যবহারে গ্রাম ও শহরের বিভাজনও স্পষ্ট। মোবাইল ফোন ব্যবহারে লিঙ্গ বৈষম্য পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় সবচেয়ে বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গড় ইন্টারনেট ব্যবহার মোবাইল ফোন ব্যবহারের তুলনায় অনেক কম, প্রায় ৩০.৪৫%। সাধারণভাবে, ইন্টারনেট সংযোগবিহীন জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম, যা ৫৫.৫% (কেম্প ৩১/০১/২০২৪)। চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে :

- বাংলাদেশ জুড়ে ইন্টারনেট সংযোগের গতি তুলনামূলকভাবে কম।
- ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং ইন্টারনেট সেবার বিষয়ে সচেতনতার বিভিন্ন মাত্রা।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য প্রাসঙ্গিক কনটেন্ট ও পরিষেবার অভাব।
- ইন্টারনেট ব্যবহারে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য—যেমন খাগড়াছড়িতে পুরুষদের ৪০.৬৬% ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, যেখানে নারীদের মধ্যে এই হার মাত্র ১৮.৮৬%।

বাংলাদেশ সরকার "ডিজিটাল বাংলাদেশ" কর্মসূচির অংশ হিসাবে পাঠদান ও শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি একীভূতকরণে অগ্রাধিকার দেয়। ৫০,০০০-এরও বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে, তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক বিদ্যালয়ে এখনও ডিজিটাল শিক্ষা সহজ করার মতো পরিকাঠামো নেই। খাগড়াছড়ি জেলার কিছু স্কুলে এখন আইসিটি সরঞ্জাম ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে, ডিজিটাল ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ স্কুলগুলোর জন্য (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ২০১৯)।

মারমা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাপ্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ উচ্ছ্বসিত, তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানের কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত সহায়তা প্রয়োজন

সামগ্রিকভাবে, শিক্ষকরা অনুভব করেছিলেন যে স্কুলে মারমা ভাষার ব্যবহারকে সমর্থন করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু শিক্ষক বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে ইতিমধ্যে তারা তাদের কাজে ডিজিটাল কনটেন্ট ও সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন (যদিও সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে মারমা ভাষায় নয়)। এর মধ্যে আছে - প্রেজেন্টেশন তৈরি করা, শিক্ষক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা, এবং শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দ্বারা সরবরাহকৃত ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার করা।

তবে, অন্যরা বলেছেন তারা আইসিটি সরঞ্জাম ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসের অভাব অনুভব করেন। অনেকের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, কম্পিউটার ল্যাব, বা স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। নারী শিক্ষকরা উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা এই দক্ষতাগুলো শেখার সময় পান না কারণ তাঁদেরকে পারিবারিক ও গৃহস্থালির কাজে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়।

অধিকাংশ ডিজিটাল ল্যাবগুলো শহর বা আধা-শহর অঞ্চলে অবস্থিত, যেগুলোতে যেতে অনেক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। গ্রামীণ এলাকায় কিছু স্কুল কেবল একটি ল্যাপটপ এবং একটি প্রজেক্টর পেয়েছে, যা পুরো স্কুলের জন্য পর্যাপ্ত নয়। প্রতিটি স্কুলে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণীকক্ষ বা আইসিটি রুম স্থাপন করা ডিজিটাল উদ্যোগগুলোর সফলতা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। মোবাইল ফোনভিত্তিক সরঞ্জাম কম্পিউটারভিত্তিক সরঞ্জামের চেয়ে আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য কারণ শিক্ষকরা সাধারণত মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন এবং তাদের কাছে এটি থাকার সম্ভাবনাও বেশি। একজন শিক্ষক বলেছেন যে, মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মারমা ভাষার পাঠগুলো সহজলভ্য করলে ভালো হবে।

প্রযুক্তির অসহজলভ্যতা, প্রযুক্তি ব্যবহারে অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতা, এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের কারণে চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের মারমা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অভিন্ন সমাধান কার্যকর হতে পারে না। কার্যকরভাবে শিক্ষাদানের সক্ষমতাকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন কারণ শিক্ষকরা বর্ণনা করেছেন :

টেবিল ১ : বিভিন্ন ব্যবস্থায় শিক্ষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ

বহুভাষিক / শহরে স্কুল	একভাষিক / গ্রামীণ স্কুল
• শিক্ষার মাধ্যম হলো বাংলা • বিদ্যুৎ, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের আরও বেশি সহজলভ্যতা। • প্রধান শিক্ষকরা মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার প্রতি বেশি সমর্থন দেখান • শিক্ষকরা বাড়িতে ও কাজে ক্ষেত্রে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট, এবং জুম / মেসেঞ্জার / হোয়াটসঅ্যাপের মতো অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের সাথে বেশি পরিচিত	• শিক্ষার মাধ্যম হলো মারমা • দুর্বল পরিকাঠামো • বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট সংযোগ সীমিত বা নেই • স্কুলের বাইরে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করার কারণে স্কুলে বাংলা শেখার ওপর বেশি জোর দেওয়া • ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহারে তথ্য ও প্রশিক্ষণের অভাব • শিক্ষকরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন এবং কখনও কখনও মেসেঞ্জার ব্যবহার করেন • দীর্ঘ পথ হেঁটে স্কুলে পৌঁছানোর কারণে ল্যাপটপ বাস্তবসম্মত নয়
• আইসিটির জন্য নির্দিষ্ট শ্রেণীকক্ষের অভাব • মারমা ভাষা শিক্ষার জন্য ডিজিটাল সামগ্রীর অভাব • মারমা ভাষার যোগ্য শিক্ষকের অভাব—অনেক শিক্ষক একাধিক ক্লাস এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করেন, যা তাদের শেখানোর দক্ষতা কমায় • মারমা ভাষার ওপর কোনো প্রশিক্ষণ নেই, অথবা থাকলেও তা সীমিত • মারমা ভাষায় সাক্ষরতার চেয়ে শিক্ষার্থীদের বাংলায় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রতি জোর বেশি • শিক্ষকরা মুক্তপাঠ প্ল্যাটফর্মের মতো বিদ্যমান ডিজিটাল সরঞ্জামের ব্যাপারে জানলেও সময়ের অভাবে তা ব্যবহার করতে পারেন না • খাগড়াছড়ির অধিকাংশ শিক্ষক নারী। নারী শিক্ষকরা গৃহস্থালির কাজে অনেক সময় ব্যয় করার কারণে পাঠ তৈরির জন্য সময় পান না এবং সহজে শেখা যায় এমন তৈরি কনটেন্ট বা সাধারণ সরঞ্জামগুলো অন্যান্য জটিল সরঞ্জামের চেয়ে বেশি উপযুক্ত হতো।	

যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকলে আইসিটি টুল বা রিসোর্স ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রথমে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। বহুভাষিক এবং একভাষিক শিক্ষকদের জন্য প্রস্তুতকৃত কন্টেন্ট প্রদান, ডিজিটাল উপকরণে সহায়তা, ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষকদের আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন যে ল্যাপটপ ও কম্পিউটারের তুলনায় মোবাইল ডিভাইস সহজলভ্য, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় যেখানে শিক্ষকদের দীর্ঘ পথ হাঁটতে হয়।

"প্রতি দুই থেকে তিন বছর অন্তর পাঠ্যক্রম পরিবর্তিত হয়, যা শিক্ষকদের মানিয়ে নেওয়াকে কঠিন করে তোলে। নতুন পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য জীবন সহজ করতে পারে, কিন্তু এটি শিক্ষকদের জন্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে কারণ এটি তাদের কাছে অপরিচিত এবং বাস্তবায়ন করা কঠিন। আমরা প্রায়ই আমাদের প্রশিক্ষণ সেশনে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।"

— নারী সহকারী শিক্ষক (৪৬–৫৫), একভাষিক বিদ্যালয় (গ্রামীণ অঞ্চল)

শিক্ষকদের মধ্যে ডিজিটাল সাক্ষরতার ভিন্ন হার আইসিটিভিত্তিক সহায়তা বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, তা যে ভাষাতেই হোক না কেন। আমাদের সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া কিছু শিক্ষক আইসিটি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তবে অনেকেই বলেছেন যে তারা আরও প্রশিক্ষণ চান বা একেবারেই প্রশিক্ষণ পাননি। অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, প্রশিক্ষণে কিছু মৌলিক দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত থাকলে প্রযুক্তিতে দক্ষ নয় এমন শিক্ষকরা প্রশিক্ষণটি কাজে লাগাতে পারতেন। এর মধ্যে ল্যাপটপ ব্যবহার এবং ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির মৌলিক পরামর্শ অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষকদের ডিজিটাল সাক্ষরতার স্তরের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ এবং সমন্বয় করা হলে তাদের কর্মক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রযুক্তি ব্যবহারে সহায়ক হতে পারে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকরা রিসোর্স বা সরঞ্জামের অভাবে এটি প্রয়োগ করার খুব কম সুযোগ পেয়েছেন, যা দক্ষতা হারানোর দিকে নিয়ে যায়।

প্রতি তিন বছর অন্তর পাঠ্যক্রম পরিবর্তিত হয়। সরকার হালনাগাদকৃত পাঠ্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা করলেও সকল শিক্ষক বলেছেন যে এই প্রশিক্ষণ পাওয়া কঠিন। মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার কোনো প্রশিক্ষণই তাঁরা পাননি। শিক্ষকেরা আরও বলেছেন যে, তারা মারমা ভাষার পাঠ্যপুস্তকসহ শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ চান। এনসিটিবি 'প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ' কোর্স পরিচালনা করেছে, যাতে মারমা শিক্ষকরা একে অপরকে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারেন, তবে কিছু অংশগ্রহণকারী শুরুতে মারমা ভাষায় সাক্ষরতার প্রশিক্ষণ পাননি। এটি তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা বা অন্যদেরকে শেখানো কঠিন করে তোলে। একজন অংশগ্রহণকারী পরামর্শ দিয়েছিলেন যে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্স শুধুমাত্র তাদের জন্য প্রদান করা উচিত যাদের ইতিমধ্যেই মারমা ভাষা পড়া ও লেখায় যথেষ্ট দক্ষতা আছে।

মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার নীতিমালা বোঝার জন্য আরও সহায়তা এবং এসব নীতিমালা বাস্তবায়নে শিক্ষকরা স্কুল প্রশাসন ও নেতৃত্বের কাছ থেকে সমর্থন চেয়েছেন। আরেকজন অংশগ্রহণকারী নীতিনির্ধারণে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ অ-আদিবাসী নীতিনির্ধারকরা প্রায়ই আদিবাসী অঞ্চলের স্কুলগুলোর প্রকৃত পরিস্থিতি ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না।

মারমা জনগোষ্ঠীর সদস্যরা মারমা ভাষায় পড়া ও লেখা শেখার জন্য প্রধানত বিহারের উপর নির্ভর করে আসছেন। যেসকল একভাষী স্কুলে মারমাভাষী শিক্ষার্থী বেশি, সেসব স্কুলে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে মারমা ভাষা ব্যবহৃত হয়। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাংলা বা ইংরেজি ভাষা শেখানো সহজ করতে মারমা ভাষায় কথা বলেন, তবে অধিকাংশ বিষয়ের শিক্ষাসামগ্রী এখনও বাংলায় রয়েছে। অল্প কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকরা মারমা ভাষার পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে পড়ানোর চেষ্টা করেন, তবে এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি শিক্ষক নিজে মারমা ভাষায় পড়তে বা লিখতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে মারমা ভাষা শিক্ষাকে সমর্থন করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ ও কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে। এসব উদ্যোগ ঐচ্ছিক ক্লাস, প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণদের মারমা ভাষা শিখতে উৎসাহিত করে। মারমা ভাষা শেখার জন্য কিছু সীমিত ডিজিটাল উদ্যোগ রয়েছে, তবে এগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বা পরিচিত নয়। মারমা ভাষাভাষী যারা দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করেন বা যাদের কাছে ইন্টারনেট বা মোবাইল প্রযুক্তি সহজলভ্য নয়, তাদের জন্য এগুলো পাওয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

ব্যবহারকারী বান্ধব ডিজাইন একটি শিক্ষাপ্রযুক্তি সমাধান বাস্তবায়নে সহায়ক হতে পারে।

এই গবেষণাটি আমাদেরকে মাতৃভাষা শিক্ষা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের চাহিদা ও প্রত্যাশা চিহ্নিত করতে সহায়তা করেছে। প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা, শিক্ষকদের বর্তমান ধারণা, বাস্তব বাধাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিশ্লেষণ করে একটি তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সহায়তাকে উপযুক্ত ও সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। মারমা শিশুদের শিক্ষার মানোন্নয়নে সহায়ক প্রযুক্তি তৈরি করতে ভাষাপ্রযুক্তি নির্মাতা ও অন্যান্যদের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে :

টেবিল ২ :
মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষায় মারমা ভাষার জন্য প্রযুক্তি উন্নয়নে বিবেচ্য বিষয়াবলী

বিষয়	বিবেচ্য
ভাষাপ্রযুক্তির বিকাশ	• ভাষাপ্রযুক্তি একটি শক্তিশালী মাধ্যম যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মারমা ভাষা শেখা এবং এই ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। স্পিচ-টু-টেকসট এবং টেকসট-টু-স্পিচ সুবিধাগুলো বেশিরভাগ ভাষায় শিক্ষাপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে এবং সফলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে • মারমা ভাষায় একই লক্ষ্য অর্জনে মারমা ভাষার তথ্য হতে হবে উচ্চমানসম্পন্ন এবং অডিও ফরম্যাটে • পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে এবং মারমা ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক বক্তাদের সঙ্গে পরীক্ষা করে সকল ভাষাপ্রযুক্তির উপযোগিতা নিশ্চিত করা উচিত।
শিক্ষকদের জন্য ইন্টার‍্যাক্টিভ শিক্ষণ সরঞ্জাম	• একটি ব্যবহারকারী বান্ধব সরঞ্জাম যা টেক্সট-টু-স্পিচ এবং স্পিচ-টু-টেকসট সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মারমা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে • ডিজাইনে বহুভাষিক এবং একভাষিক উভয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা বিবেচনায় রাখতে হবে • অফলাইন মোডের মতো ফিচারগুলো ইন্টারনেট সংযোগের অপ্রতুলতা এবং সাক্ষর হওয়ার প্রতিবন্ধকতা কমাতে সাহায্য করতে পারে • অডিও-ভিজুয়াল কনটেন্ট ছোট শিশুদের শিখন প্রক্রিয়াকে আনন্দময় এবং ক্রিয়াশীল করার একটি আকর্ষণীয় উপায় • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহ-শিক্ষণ মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হবে
শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন	• মুক্তপাঠের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ভাষাপ্রযুক্তি চালিত সরঞ্জাম যুক্ত করা শিক্ষকদেরকে মারমা ভাষায় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পেতে সহায়তা করতে পারে • বিদ্যমান সামগ্রী এবং সরঞ্জাম নিয়ে প্রশিক্ষণ তৈরি ও প্রচার করা উচিত • এমন প্ল্যাটফর্ম গুলো উচ্চারণ, কণ্ঠ এবং ব্যাকরণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরির সুযোগ প্রদান করতে পারে।
অংশীদারিত্ব এবং স্থায়িত্ব	• শিক্ষাপ্রযুক্তি খাত এবং পার্বত্য অঞ্চলের সংস্থাগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক উদ্যোগগুলো প্রচার, মালিকানা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে

পরিশিষ্ট ১ : পদ্ধতি

এই প্রতিবেদনটি একটি বেসলাইন গবেষণা এবং ব্যবহারকারী গবেষণার মাধ্যমে পরিচালিত মিশ্র পদ্ধতিতে সম্পন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ। ১৫ মে, ২০২৪ থেকে ১২ জুলাই, ২০২৪ সময়কালে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বেসলাইন গবেষণা

বেসলাইন গবেষণার লক্ষ্য ছিল মারমা জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ভাষা অনুসন্ধানের পাশাপাশি তাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা। আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতি গুলো ব্যবহার করেছি :

- **মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার:** আমরা ১১ জন মারমা জনগোষ্ঠীর নেতা, শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁদের মধ্যে ৮ জন খাগড়াছড়ির এবং ৩ জন বান্দরবানের ছিলেন। দুটি সাক্ষাৎকার সরাসরি এবং বাকি সাক্ষাৎকারগুলো জুমে নেওয়া হয়। সাক্ষাৎকারগুলো ছিল বাংলা, মারমা বা ইংরেজিতে, যা সাক্ষাৎকারদাতারা নিজেরা পছন্দ করেছিলেন।

- **ফোকাস গ্রুপ আলোচনা :** আমরা মোট ৪৭ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে আটটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালনা করেছি। শিক্ষক, যুবক-যুবতী (১৮-২৫), অভিভাবক (২৬-৪০) এবং সম্প্রদায়ের বয়স্ক সদস্যদের (৪০+) নিয়ে পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা করে দুইটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করেছি। আলোচনাগুলো বাংলা বা মারমা ভাষায় পরিচালিত হয়েছে।

- **সেকেন্ডারি উপাত্ত বিশ্লেষণ :** আমরা বিভিন্ন পরিমাণগত উৎস বিশ্লেষণ করেছি, প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২২ সালের জাতীয় জনশুমারি। এই জনশুমারির তথ্য চট্টগ্রাম বিভাগের ১১টি জেলার জনসংখ্যা এবং গৃহস্থালি বৈচিত্র্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সামাজিক-জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মারমা সম্প্রদায় বা মারমা ভাষার ওপর খুব কম গবেষণা হওয়ায় গুণগত সেকেন্ডারি উপাত্ত খুব সীমিত ছিল। আমরা ২০টির বেশি নথি এবং ডেটাসেট পর্যালোচনা করেছি।

ইউজার রিসার্চ

ইউজার রিসার্চের লক্ষ্য ছিল মারমা শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষাদানে শিক্ষকরা যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন সেগুলো বোঝা। এটি আরও অন্বেষণ করেছে যে মারমা শিক্ষকগণ কীভাবে প্রযুক্তি গ্রহণ ও ব্যবহার করছেন, প্রযুক্তি কীভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে এবং কোন চ্যালেঞ্জগুলো মারমা শিক্ষকদের প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আমরা নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেছি :

- **মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার :** আমরা নয় জন শিক্ষক এবং পাঁচ জন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সাক্ষাৎকার নিয়েছি (৪ জন শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ১ জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি)। শিক্ষকদের বিভিন্ন মাত্রায় মারমা ভাষার সাক্ষরতা ছিল। চারজন বহু-ভাষিক স্কুলে এবং পাঁচজন একভাষিক স্কুলে পড়াতেন। অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে জেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সদস্যবৃন্দ, একজন শিক্ষক প্রশিক্ষক, এবং আদিবাসী ভাষার বই তৈরির কাজে জড়িত একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

- **ফোকাস গ্রুপ আলোচনা এবং ইন্টারেক্টিভ কো-ক্রিয়েশন সেশন:** আমরা তিনটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা পরিচালনা করেছি : বহু-ভাষিক স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে একটি, একভাষিক স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে একটি এবং একটি মিশ্র আলোচনা যেখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের শিক্ষক, এনসিটিবির লেখক এবং নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ ছিলেন। মোট ২৬ জনের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় মারমা ভাষার সাক্ষরতা ছিল। প্রতিটি এফজিডিতে একটি কো-ক্রিয়েশন সেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে তাঁদের ধারণা ও মতামত শেয়ার করেছেন। সেই সেশনে আমরা শ্রেণিকক্ষে মারমা ভাষা আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের আগ্রহী শিক্ষকদের জন্য ব্যবহারকারী প্রোফাইল এবং কার্যপ্রণালী তৈরি করেছি। এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল মূলত ভাষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে মারমা ভাষায় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করার চ্যালেঞ্জগুলো অন্বেষণ করা। ভাষাপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানগুলো সংশ্লিষ্ট ভাষার লেখা এবং উচ্চারণের মানদণ্ড নির্ণয়ের মতো ভাষাতাত্ত্বিক দিকগুলো বোঝার উপর নির্ভরশীল।

- **বিদ্যালয় পরিদর্শন :** আমরা দুটি গ্রামীণ বিদ্যালয় এবং খাগড়াছড়ি শহরের একটি ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করেছি। এটি আমাদেরকে অবকাঠামোর গুণগত মান, উপলব্ধ সংস্থান, পরিবেশ, এবং এই প্রকল্পের আওতায় ভবিষ্যতে ডিজিটাল সরঞ্জামের সহজলভ্যতার জন্য ডিজিটাল কেন্দ্রগুলো ব্যবহার করার সম্ভাবনা বুঝতে সাহায্য করেছে।

সীমাবদ্ধতা

- **ভৌগোলিক পরিসীমা :** প্রাথমিক তথ্য মূলত খাগড়াছড়ি জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। খাগড়াছড়িতে মারমা শিক্ষকদের যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেমন ভ্রমণ সমস্যা (সেলিম ০৬/০৬/২০১৭), সীমিত অবকাঠামো, দুর্গমতা (সোহেল, ২০১৪) এবং সহায়তার অভাব, কোনো নির্ধারিত রুটিন না থাকা, সীমিত প্রশিক্ষণ, এবং একাধিক কাজ করার চাপ, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য দুই জেলাতেও প্রতিফলিত হয় (রহমান, ২০২০)। তাই এই অনুসন্ধানগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা ভাষাভাষীদের পরিস্থিতি বোঝার জন্য এখনও প্রাসঙ্গিক, তবে এগুলোকে মারমা জনগোষ্ঠীরপুরো বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতার প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ধরা যাবে না। এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে আমরা বিভিন্ন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য মিলিয়ে দেখেছি এবং অন্যান্য এলাকার মারমা ভাষাভাষীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি।
- **উপাত্ত সংগ্রহের সময়সীমা :** মাঠ পর্যায়ের গবেষণা মূলত স্কুল ছুটির থাকাকালীন পরিচালিত হয়েছে, তাই আমরা শ্রেণীকক্ষে সরাসরি পাঠদান পর্যবেক্ষণ করতে পারিনি। ভবিষ্যতে কোনো গবেষণায় পর্যবেক্ষণমূলক উপাত্ত সংগ্রহ করা ব্যবহারকারীকেন্দ্রিক ডিজাইনকে আরও সমর্থন করবে।
- **সীমিত সেকেন্ডারি উপাত্ত :** বেশিরভাগ জাতীয় জরিপের তথ্যসূত্রে মাতৃভাষা অনুযায়ী আলাদা করে বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে না। আমরা কেবল সেসব ভৌগোলিক অঞ্চলের পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ করতে পেরেছি, যেখানে মারমা ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘু হিসেবে রয়েছেন। তবে মারমা ভাষাভাষী জন্য নির্দিষ্ট সূচক পাওয়া সম্ভব হয়নি। আধুনিক কালের মারমা জনগোষ্ঠী এবং মারমা ভাষার ওপর বিদ্যমান গুণগত সাহিত্য কম থাকার ফলে অ্যাকাডেমিক ও বাস্তবিক ক্ষেত্রে মারমা জনগণ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানগত শূন্যতা ফুটে ওঠে। এই গবেষণা সেই জ্ঞানভাণ্ডারে অবদান রাখলেও এটি পূর্ববর্তী ব্যাপক গবেষণা থেকে উপকৃত হতে পারেনি।
- **সম্ভাব্য পক্ষপাতিত্ব :** যেহেতু অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের পদমর্যাদা অথবা প্রকল্পে আগ্রহের কারণে অংশগ্রহণ করেছেন, এটি তথ্যের প্রতিনিধিত্বকে প্রভাবিত করতে পারে, যা সম্প্রদায়ের প্রান্তিক বা কম ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রুপগুলোর মতামত পুরোপুরি ধারণ করতে না-ও পারে।
- **বাহ্যিক কারণ :** বাংলাদেশে ইন্টারনেট সংযোগে আকস্মিক বিঘ্ন ঘটার কারণে আমরা সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের (এটুআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়) গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নিতে পারিনি। আমরা পরবর্তীতে এই সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়ার পরিকল্পনা করছি। একটি গ্রামীণ স্কুলে ইউজার রিসার্চের জন্য ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে মাল্টিমিডিয়া সুবিধা না থাকার কারণে পরিকল্পিত ডেমো উপস্থাপনাটি করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ডেমোটি মোবাইল ডিভাইসে রেকর্ড করা হয়েছিল। অংশগ্রহণকারীরা এটি দেখতে পারলেও তাঁরা টুলটির সাথে পরিচিত হতে এবং এটি ব্যবহার করতে পারেননি। বিদ্যমান পাঠ্যবই ব্যবহার করে আমরা মারমা ভাষার শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা ও সহজলভ্যতা বিশ্লেষণ করার পরিকল্পনা করেছিলাম, যাতে দেখা যায় কীভাবে একটি প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান সেই প্রশিক্ষণকে আরও সহায়ক, সম্প্রসারণ এবং বিস্তৃত করতে পারে। তবে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা নিবন্ধিত যথেষ্ট অংশগ্রহণকারী চিহ্নিত করা কঠিন ছিল, কারণ খুব কম সংখ্যক শিক্ষক আসলে প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করেছেন।

কীভাবে ক্লিয়ার গ্লোবাল সহায়তা

ক্লিয়ার গ্লোবাল-এর মিশন হলো সকল ভাষাভাষীর মানুষকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে ও তাদের কথা সবার কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করা। আমরা আমাদের অংশীদার সংস্থাগুলোকে তাদের সেবার আওতাধীন জনগোষ্ঠীগুলোর কথা শুনতে এবং তাদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে সহায়তা করি। আমরা বিভিন্ন বার্তা ও নথিপত্র স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করি, অডিও অনুবাদ ও ছবিযুক্ত তথ্য পেতে সহায়তা করি, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করি এবং দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের ব্যাপারে পরামর্শ দিই। আমরা অংশীদারদের সাথে মিলে উপকরণগুলো মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা ও সংশোধন করি যাতে বোঝাপড়া ও প্রভাব উন্নত হয় এবং এমন ভাষাপ্রযুক্তিভিত্তিক সমাধান তৈরি করি যা জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য কার্যকরী হয়। এই কাজটি গবেষণা, ভাষা মানচিত্র এবং উদ্দিষ্ট জনগণের যোগাযোগ চাহিদার মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

এছাড়াও আমরা মানবিক কার্যক্রমে কার্যকর যোগাযোগের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা করি (বিষয়গুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে মানবিক ভাষান্তর, জরুরি পরিস্থিতিতে যোগাযোগ, এবং সহজ ও বোধগম্য ভাষার ব্যবহার)। আরও তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন অথবা info@clearglobal.org অ্যাড্রেসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই গবেষণায় সহায়তা করা ও অবদান রাখা সকল ব্যক্তি এবং সংস্থার প্রতি ক্লিয়ার গ্লোবাল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানায়, বিশেষ করে এটুআই এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের, যারা উদারভাবে তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়েছেন। গবেষণাগুলো তৈরি ও পরিচালনা করেছেন মিলেনা হায়কোভস্কা এবং জেসন সাইমন্স। তাদেরকে সহায়তা করেছেন রানি উখেংচিং মারমা, ঐশ্বর্য চৌধুরী, শিওমারা হার্নি-ক্র্যানস্টন, লিসা রেইনার্স, অং শৈ সিং মারমা, উশিং মে মারমা এবং চিংথোউইউ মারমা। এই প্রতিবেদনটি লিখেছেন কুরি চিসিম, ঐশ্বর্য চৌধুরী, এমিলি এন্ডারফিল্ড, মিলেনা হায়কোভস্কা, শিওমারা হার্নি-ক্র্যানস্টন, এলি কেম্প, লিসা রেইনার্স, জেসন সিমন্স, রানি উখেংচিং মারমা। এই গবেষণাটি অস্ট্রেলিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ট্রেড (ডিএফএটি)-এর অর্থায়নে পরিচালিত হয়েছে।